224885 - ইবাদতরে জন্য সৃষ্টি করা ও পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করা এ দুটোর মাঝে কোন স্ববরিোধতিা নইে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আল্লাহ্ তার কতিাবে বলছেনে য, তনিি আমাদরেকে নছিক তাঁর ইবাদতরে জন্য সৃষ্টি করছেনে। কন্তিু আমরা কুরআনরে অন্য কছিু স্থানে পাই য, তনিি আমাদরেকে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করছেনে। এটি কি স্ববরিোধতিা নয়?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

ইবাদতরে জন্য সৃষ্টি করা আর পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি এ দুটোর মাঝে কোন স্ববরিোধতিা নইে; কারণ ইবাদতটাই আল্লাহ্র পক্ষ থকেে বান্দার জন্য একটা পরীক্ষা। এর মাধ্যমে জানা যায়— কে ঈমানদার, আর কে কাফরে; কে অবাধ্য, আর কে বাধ্য। এরপর তনিি নকেকারকে তার নকে অনুযায়ী প্রতদিান দবিনে এবং পাপীকে তার পাপ অনুযায়ী শাস্তি দবিনে।

পরীক্ষা: বালা-মুসবিতরে মাধ্যমে পরীক্ষার হকেমত হচ্ছে বালা-মুসবিতে পড়লে বান্দার কি অবস্থা হয় সটো যাচাই করা: বান্দা কি সবর করে; নাকি হতাশ হয়ে পড়ে। আর নয়োমত দয়োর মাধ্যমে পরীক্ষা করার হকেমত হচ্ছে বান্দার অবস্থা ফুটয়িে তোলা; বান্দা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে; নাকি কৃতঘ্ন হয়ে যায়?!

প্রশ্নকারী ভাই এ দুটো বষিয়রে মাঝে স্ববরিোধতিা রয়ছেে মর্মে দ্বধিাদন্দ্বে পড়ার কারণ বোধ হয় তনিি ধারণা করছেনে য, ابتلاء! (পরীক্ষা) শুধুমাত্র বপিদ-মুসবিতরে মাধ্যমে হয়ে থাকে; এতে য ব্যক্তি ধর্যৈ ধরে সে সওয়াব পায়, আর য ব্যক্তি অধর্যৈ হয়ে যায় ও অকৃতজ্ঞ হয় স গুনাহ কামাই করে ও শাস্তি পায় এটি ابتلاء! (পরীক্ষা) অর্থ সম্পর্কে খণ্ডতি দৃষ্টভিঙ্গি। সঠকি দৃষ্টভিঙ্গি হচ্ছে এখানে ابتلاء! দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছে اختبار! (পরীক্ষা)। এটি বালা-মুসবিত এর চয়েে ব্যাপক। বনী আদমরে সকল কর্মকাণ্ড, তার সকল বষিয়, জীবনরে খুঁটনিাটি সবকছিু পরীক্ষার আওতাভুক্ত। তার জীবনটাই পরীক্ষা। তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা। তার অসুস্থতা পরীক্ষা। তার সুখ-শান্তি পরীক্ষা। তার সম্পদ পরীক্ষা। তার রযিকি পরীক্ষা। তাকে ঘরিে যা কছিু আছে সবকছিু তার জন্য পরীক্ষা। তার ইলম পরীক্ষা। এ সবকছিু আল্লাহ্র পক্ষ থকেে বান্দার জন্য তার চলার পথ নর্িবাচন করার পরীক্ষা। বান্দা কি ডান পথ গ্রহণ করে; নাকি বাম পথ। বান্দা কি রহমানরে বাধ্য হয়ে চলে; নাকি শয়তানরে বাধ্য হয়ে চলে। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “যনিি সৃষ্টি করছেনে মৃত্যু ও জীবন, তোমাদরেকে পরীক্ষা করার জন্য- কে তোমাদরে মধ্যে আমলরে দকি থকেে উত্তম? তনিি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।”[সূরা

মুলক, আয়াত: ২] আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “আর তনিইি আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দনিে সৃষ্টি করনে, আর তাঁর আর্‌শ ছলি পানরি উপর, তোমোদরে মধ্যে কে আমলে শ্রষ্ঠে তা পরীক্ষা করার জন্য।”[সূরা হুদ, আয়াত: ০৭] আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তোমোদরেকে এক উম্মত করতে পারতনে, কন্তিু তনিি তোমোদরেকে যা দয়িছেনে তা দয়িে তোমোদরেকে পরীক্ষা করতে চান। কাজইে সৎকাজে তোমেরা প্রতযিোগতিা কর। আল্লাহ্র দকিইে তোমোদরে সবার প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর তোমেরা যে বষিয়ে মতভদে করছলি,ে সে সম্বন্ধে তনিি তোমোদরেকে অবহতি করবনে।”[সূরা মায়দিা, আয়াত: ৪৮] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলনে: “তনিইি তোমোদরেকে যমীনরে খলীফা বানয়িছেনে এবং যা তনিি তোমোদরেকে দয়িছেনে সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দশ্যে তোমোদরে কছিু সংখ্যককে কছিু সংখ্যকরে উপর মর্যাদায় উন্নীত করছেনে। নশ্চিয় আপনার রব দ্রুত শাস্তপ্রিদানকারী এবং নশ্চিয় তনিি ক্ষমাশীল, দয়াময়।”[সূরা আনআম, আয়াত: ১৬৫]

এ আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, মানুষকে সৃষ্টি করার পছেনে উদ্দশ্যে হচ্ছে ‘পরীক্ষা’। এ পরীক্ষা মধ্যে রয়ছেে ইবাদতরে দায়ত্বিগুলো অর্পণ। সুতরাং যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ইবাদত আদায় করবে – সকল কল্যাণকে অন্তর্ভুক্তকারী ইবাদতরে ব্যাপকার্থক যে সংজ্ঞা তার ভত্তিতি – সে সফলকাম। আর যে ব্যক্তি এতে কসুর করবে সে তার কসুর অনুপাতে ক্ষতগ্রিস্ত হবে।

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলনে:

আল্লাহ্ তাআলা জানাচ্ছনে যে, তনিি বশ্বিজগৎ, মৃত্যু, জীবন এবং পৃথবিীকে এর ভূপৃষ্ঠে যা কছিু আছে তা দয়িে সুশোভতি করছেনে পরীক্ষার উদ্দশ্যে। তনিি যনে পরীক্ষা করে নতিে পারনে তাঁর মাখলুকরে মধ্যে কে কর্মে উত্তম। যার কর্ম হবে তার রবরে পছন্দ অনুযায়ী। এর মাধ্যমে মাখলুক তাকে যে উদ্দশ্যে সৃষ্টি করা হয়ছে,ে বশ্বিজগৎকে যে লক্ষ্যে সৃজন করা হয়ছেে সে বাস্তবায়ন করবে। সে উদ্দশ্যে হচ্ছে- রবরে বন্দগেী করা; যে বন্দগেীর মধ্যে নহিতি রয়ছেে রবরে ভালবাসা ও আনুগত্য। এটাই হচ্ছে- উত্তম আমল। যে আমল তাঁর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী পালতি হয়।[‘রওযাতুল মুহব্বিীন’ পৃষ্ঠা- ৬১ থকেে সমাপ্ত]

আল্লামা মুহাম্মদ আল-আমীন আল-শানক্বতিী (রহঃ) সূরা যারয়িাত এর ৫৬ নং আয়াত “আমি মানুষ ও জ্বনি জাতকিে একমাত্র আমার ইবাদতরে জন্যই সৃষ্টি করছে”ি এর তাফসরি করতে গয়িে বলনে: এ আয়াতে কারীমার গবষেণালব্ধ অর্থ হচ্ছে -ইনশাআল্লাহ্-: ‘শুধু আমার ইবাদতরে জন্য’ অর্থাৎ তাদরেকে শুধু আমার ইবাদত করার নর্দিশে দয়োর জন্য এবং দায়ত্বি অর্পণরে মাধ্যমে তাদরেকে পরীক্ষা করার জন্য। অতঃপর কর্ম অনুযায়ী আমি তাদরেকে প্রতদিান দবি: ভাল আমল করলে ভাল; খারাপ আমল করলে খারাপ।

আমরা গবষেণালব্ধ এজন্য বললাম যহেতেু আল্লাহ্র কতিাবরে অনকে মুহকাম আয়াত এ অর্থটি নর্দিশে করে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কতিাবরে অনকে স্থানে স্পষ্টভাবে উল্লখে করছেনে যে, তনিি তাদরেকে সৃষ্টি করছেনে যাতে করে তাদরেকে

পরীক্ষা করতে পারনে যে, কে কর্মে উত্তম এবং তনিি তাদরেকে সৃজন করছেনে যাতে করে তাদরেকে তাদরে কৃতকর্মরে প্রতদিান দতিে পারনে।

আল্লাহ্ তাআলা সূরা কাহাফরে প্রথমদকিে বলনে:

“নশ্চিয় যমীনরে উপর যা কছিু আছে আমরা সগেুলোকে তার শোভা করছে,ি মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদরে মধ্যে কর্মে কে শ্রষ্ঠে।”[সূরা কাহাফ, আয়াত: ৭]

এ আয়াতগুলোতে পরস্কিার করে দয়ো হয়ছেে যে, সৃষ্টকিুলকে সৃষ্টি করার উদ্দশ্যে হচ্ছে তাদরেকে এ পরীক্ষা করা যে, তাদরে মধ্যে কর্মে কে উত্তম। এটি আল্লাহ্র ‘আমার ইবাদতরে জন্য...’ আয়াতকে ব্যাখ্যা করে দচ্ছি।ে কুরআন দয়িে কুরআন ব্যাখ্যা করা হচ্ছে কুরআন ব্যাখ্যার সর্বোত্তম পদ্ধতি।

এ কথা সুবদিতি যে, আমলরে ফলাফল পরপিূর্ণ হবে না নকেকাররে নকেরে প্রতফিল ও পাপীর পাপরে প্রতদিান দয়ো ব্যতরিকে।ে তাই, আল্লাহ্ তাআলা প্রথমে তাদরেকে সৃষ্টি করার গূঢ় রহস্য উল্লখে করছেনে। এরপর তাদরেকে পুনরুত্থানরে কথা উল্লখে করছেনে: আর পুনরুত্থান হচ্ছে ভালো লোকরে ভাল কাজরে ও মন্দ লোকরে মন্দ কাজরে প্রতদিান দয়ো। সূরা ইউনুসরে সূচনাতে আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “সৃষ্টকিে তনিইি প্রথম অস্তত্বি আননে, তারপর সটোর পুনরাবৃত্তি ঘটাবনে যারা ঈমান এনছেে এবং সৎকাজ করছেে তাদরেকে ইনসাফপূর্ণ প্রতফিল প্রদানরে জন্য। আর যারা কুফরী করছেে তাদরে জন্য রয়ছেে অত্যন্ত গরম পানীয় ও অতীব কষ্টদায়ক শাস্তি। কারণ তারা কুফরী করত।”[সূরা ইউনুস, আয়াত: ০৪] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলনে: “আর আসমানসমূহে যা কছিু আছে ও যমীনে যা কছিু আছে তা আল্লাহ্রই। যাতে তনিি তাদরে কাজরে প্রতফিল দতিে পারনে যারা মন্দ কাজ করে এবং তাদরেকে তনিি উত্তম পুরস্কার দতিে পারনে যারা সৎকাজ কর।ে”[সূরা নাজম, আয়াত: ৩১]

আল্লাহ্ তাআলা মানুষরে এমন ধারণাকে নাকচ করে দয়িছেনে যে, তাকে অহতেুক ছড়েে দয়ো হয়ছে;ে তাকে কোন আদশে বা নষিধে করা হয়নি। তনিি আরও বর্ণনা করছেনে যে, তনিি ধাপে ধাপে স্থানান্তরতি করে তাকে অস্তত্বি এনছেনে; যাতে মৃত্যুর পর তাকে পুনর্জীবতি করতে পারনে অর্থাৎ তার কর্মরে প্রতদিান দতিে পারনে। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছড়েে দয়ো হবে? সে কি বীর্যরে স্খলতি শুক্রবন্দিু ছলি না? তারপর সে ‘আলাকায়’ পরণিত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করনে এবং সুঠাম করনে। অতঃপর তনিি তা থকেে সৃষ্টি করনে যুগল নর ও নারী। তবুও কি সে স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবতি করতে সক্ষম নন?” [

[আয-ওয়াউল বায়ান ফি ইযাহলি কুরআনি বলি কুরআন (৭/৪৪৫) থকেে সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই ভাল জাননে।